সফল মহিলা সমবায় সমিতির তথ্য

‘‘একতা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ’’

ভুমিকাঃ বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলাধীন সাবোখালী গ্রামে তথা সমিতি এলাকার অস্বচ্ছল ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের দক্ষ করে গড়ে তোলা ও সামাজিক সেবা মূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৭৩ জন ও আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ২০,৯০০/- টাকা। সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের দক্ষ হিসেরে গড়ে তোলা ও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা মূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট/ ইতিহাসঃ বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলাধীন সাবোখালী এলাকা অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকায় স্বাভাবিকভাবে নারীরা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছিল তথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে ছিল। এ অবস্থা থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে সমিতির বর্তমান সভাপতি শোভা রানী মজুমদার ও ঐ এলাকার কিছু সংখ্যক নারীদের সংগঠিত করে তাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী, সঞ্চয় মনোভাব ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও সমাজের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার আকাঙ্কা সৃষ্টি করে। এভাবেই বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার সাবোখালী গ্রামে একতা মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে তোলার মাধ্যমে সমিতির কর্মকান্ড শুরু হয়।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ শুরুতে ২০ (বিশ) জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি জেলা সমবায় কার্যালয়, বাগেরহাট থেকে নিবন্ধন লাভ করে। যার নিবন্ধন নং-২০ বা, তারিখঃ ১৪/০৯/২০১১ খ্রিঃ। সমিতির কর্ম এলাকা সমগ্র চিতলমারী উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমিতির নিবন্ধিত ঠিকানা গ্রামঃ সাবোখালী, ডাকঃ এস, বাখরগঞ্জ, উপজেলাঃ চিতলমারী, জেলাঃ বাগেরহাট সমিতির উল্লেখযোগ্য লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- ❖ এই সমিতির মূল উদ্দেশ্য হল সম্মিলিত ভাবে এই সংগঠনের আওতায় গ্রামের সকল শ্রেণীর নারীদের আর্থ-সামিজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
- ❖ সমিতি বা সদস্যদের মাধ্যমে এলকার উৎপাদিত পণ্য ন্যয্য মূল্যে সংগ্রহ করে উহা সমবায় ব্রান্ডিং এর মাধ্যমে বিপননের দ্বারা সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- ❖ সমিতির মাধ্যমে এলাকা থেকে আহরিত ও উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা সমবায় বাজার স্থাপনের মাধ্যমে প্রন্তিক কৃষক ও ভোক্তাদের ন্যয্য মূল্যে বা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ।
- ❖ সদস্যদের নিকট থেকে শেয়ার সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন করে আইন, বিধি ও অত্র উপ-আইন মোতাবেক যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমিতিকে লাভজনক এবং সেবামুলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং সমিতিতে ও সমিতির সদস্যদের সহায়তায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ❖ সরকারি সহযোগিতায় সদস্যদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।
- ❖ উৎপাদিত পণ্য সমিতির মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় গুদাম বা হিমাগার নির্মাণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ রক্ষণাবেক্ষন করে সমিতির সদস্যদের ও প্রন্তিক কৃষকদের মধ্যে সুলভ মূল্যে সেগুলি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ❖ সমিতির কর্ম এলাকার স্থানীয় সংগঠন, কমিটি ও প্রশাসনের সহযোগিতায় সদস্যগণের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমিতির উদ্দ্যেগ ও ভূমিকাঃ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন সহ সমিতির বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক ভূমিকা ও রয়েছে।

আর্থিক ক্ষমাতায়নঃ সমিতির সদস্যদের তথা নারীদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সমিতির ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে সদস্যদের মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, সব্জি চাষ ও গাভী পালনের মাধ্যমে তারা আগের থেকে অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আগের অবস্থা থেকে নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত হয়ে জাতীয় উন্নয়নে ভুমিকা রাখছে। সমিতির উন্নয়নের ফলে তাদের জীবন যাত্রার মান ও উন্নত হচ্ছে। সমিতির ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ফলে প্রায় ১৮ জন সদস্যদের স্ব-কর্মসংস্থানের সৃষ্টির ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়েছে এবং বিভিন্ন ট্রেডে ২০ জন সদস্য প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

সামাজিক ক্ষমতায়নঃ সমিতির সদস্য তথা নারীদের শিক্ষা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, বাল্য বিবাহ সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে থাকে। এছাড়া সমাজের অসহায় লোকজনদের আর্থিক ভাবে সহায়তা করার পাশাপাশি সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকে। ফলে তারা সামাজিক ভাবে আগের থেকে উন্নত জীবনযাপন করছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ সমিতির সদস্যদের মধ্যে আস্থা ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সমিতিতে নিয়মিত মাসিক সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা , বার্ষিক অডিট ও যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকে। সমিতিতে বর্তমানে নির্বাচনের মাধ্যমে ০৬ জন সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দক্ষতার সাথে সদস্যদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সমিতির সদস্যরা আগের থেকে সংগঠিত থাকায় ও সমিতিতে গণতান্ত্রিক চর্চা ও নিজেরা সচেতন থাকার ফলে জাতীয় বিভিন্ন নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ভুমিকা রাখছে।

<u>সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকরণে গৃহীত পদক্ষেপঃ</u>

সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে নিয়মিত বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদনের পাশাপাশি সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক সমিতির সকল খাতাপত্র লিপিবদ্ধ তথা রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ করে থাকে। সমিতির নিজস্ব সীলমোহর সমিতিতে রক্ষিত সহ অফিস গৃহে সমিতির নামে সাইনবোর্ড আছে।

<u>সমিতির ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ</u>

সমিতির ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম হতে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় সদস্যরা ঋণ গ্রহণ করে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, সব্জী চাষ ও গাভী পালনের মাধ্যমে আর্থিক ভাবে সফলতা লাভ করেছে। এছাড়া দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রচেষ্টায় সদস্যরা বাল্য বিয়ে, যৌতুক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হয়েছে। সমিতি এলাকার সদস্য হওয়ার যোগ্য সকল নারীদের সমিতির সদস্যভূক্তি করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে সহযোগিতা করছে। যাতে তারা আত্ম-নির্ভরশীল হযে চলার পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদনে ভুমিকা পালন ও সমাজে সেবা মুলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। তাদের প্রচেষ্টার পাশাপাশি সরকারী কোন সহযোগীতা পেলে একটি ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলে নারীদের আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের উন্নয়নে পাশাপাশি সমাজের উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে তাদের প্রত্যাশা।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে হাঁস-মুরগী পালন

ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গাভী পালন

ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে সেলাই কার্যক্রম

মোল্লা সাইফুল ইসলাম
উপজেলা সমবায় অফিসার
চিতলমারী, বাগেরহাট।